দীনের বিভিন্ন বিষয়ে
বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত
অতি গুরুত্বপূর্ণ
একশ হাদীস
অনুবাদক ঃ
মুহাম্মাদ ইব্‌রাহীম আল-মাদানী
সম্পাদক ঃ
শাইখ আনীসুর রহমান

দীনের বিভিন্ন বিষয়ে
বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত
অতি গুরুত্বপূর্ণ

সংকলনে ঃ
যুলফী ইসলামিক সেন্টার সু'উদী আরব

অনুবাদক ঃ
মুহাম্মাদ ইব্‌রাহীম আল-মাদানী

সম্পাদক ঃ
শাইখ আনীসুর রহমান

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

দীনের বিভিন্ন বিষয়ে বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত অতি গুরুত্বপূর্ণ একশ হাদীস।

অনুবাদ ঃ

মুহাম্মাদ ইব্‌রাহীম আল-মাদানী

দাঈ ধর্ম মন্ত্রণালয় সু'উদী আরব, দক্ষিণ কোরিয়া।

সম্পাদনা ঃ

শাইখ আনীসুর রহমান

দাঈ ধর্ম মন্ত্রণালয় সু'উদী আরব, বাংলাদেশ

দ্বিতীয় প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১১ ঈসায়ী

প্রকাশনায় :

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আবদুল্লাহ্ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা−১১০০

ফোন : 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396

ওয়েব : www.tawheedpublications.com

ইমেল : tawheedpp(@)gmail.com

প্রচ্ছদ : আল-মাসরুর

মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-8766-79-5

মুদ্রণ :

হেরা প্রিন্টার্স, হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

(١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسان، ثَقِيْلَتَانِ فِيْ الْمِيْزَانِ، حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ : سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ)) [متفق عليه]

১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : দু'টি কালিমাহ-বাক্য যা মুখে উচ্চারণে হালকা-সহজ, নেকীর পাল্লায় ভারী ও অসীম করুণাময়-আল্লাহর নিকটে প্রিয়, ঐ কালিমাহ দু'টি হলো : সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। [বুখারী ও মুসলিম]

(٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ؟ قَالَ : ((أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((أُمُّكَ)) قَالَ: ثَمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ((أَبُوْكَ)) [متفق عليه]

২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল ঃ মানুষের মধ্যে কে আমার সৎ ব্যবহার পাওয়ার বেশী অধিকারী ? রাসূল বললেন ঃ তোমার মা। সে বল্‌ল : তারপর কে ? রাসূল বললেন ঃ তোমার মা। সে বল্‌ল ঃ তারপর কে ? রাসূল বললেন ঃ তোমার মা। সে বল্‌ল ঃ তারপর কে ? রাসূল বললেন : তোমার বাবা। [বুখারী ও মুসলিম]

(٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِيَّاكَ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ)) [متفق عليه]

৩। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : তোমরা ধারণা করা হতে বেঁচে থাকো। কারণ ধারণা করা সর্বাপেক্ষা মিথ্যা কথা। [বুখারী ও মুসলিম]

(٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيْهَا، يَزِلُّ بِهَا فِيْ النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)) [متفق عليه]

৪। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : নিশ্চয় ব্যক্তি এমন শব্দের দ্বারা কথাবার্তা বলে যাতে সে ভাল-মন্দের যাচাই-বাছাই করে না, শেষে এর বিনিময় সে জাহান্নামে পিছলে পড়ে যায়, যার দূরত্ব পশ্চিম ও পূর্বের দূরত্বের ন্যায়। [বুখারী ও মুসলিম]

(٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ)) [متفق عليه]

৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ্ গাইরাত করেন-কোন জিনিসে অপরের শরীক হওয়াকে অপছন্দ করেন। আর আল্লাহর গাইরাত হলো : যে তিনি যা হারাম করেছেন তাতে মু'মিনের পতিত হওয়া। [বুখারী ও মুসলিম]

(٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) [متفق عليه]

৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছাওয়াবের প্রত্যাশায় রামাযান মাসে কিয়াম-রাত্রির সালাত আদায় করবে সে ব্যক্তির অতিতের গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে। [বুখারী ও মুসলিম]

(٧) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةِ)) [متفق عليه]

৭। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : এক উম্‌রাহ হতে অপর উম্‌রাহ এ দু'য়ের মাঝে কৃত পাপের কাফ্‌ফারা। আর গৃহীত হাজ্জের একমাত্র প্রতিদান হল জান্নাত। [হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاؤَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ)) [متفق عليه]

৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : হাই দেয়া শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। অতঃপর তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেন তা সাধ্যানুপাতে প্রতিহত করে। [বুখারী ও মুসলিম]

(٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اَلسَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَكَالْقَائِمِ الَّذِيْ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ الَّذِيْ لَا يَفْطُرُ)) [متفق عليه]

৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নিশ্চয় রাসূল (সাঃ) বলেছেন : বিধবা ও দরিদ্রদেরকে দেখা শুনাকারী ও তাদের জন্য প্রচেষ্টা কারী আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। বর্ণনাকারী বলেন : আমি তাঁকে ধারণা করলাম যে তিনি বলেছেন : সারারাত নিরলস সালাত আদায়কারী ও একাধারে সিয়াম সাধনকারীর ন্যায়। [বুখারী ও মুসলিম]

(١٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ)) [متفق عليه]

১০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নিশ্চয় রাসূল (সাঃ) বলেছেন : কাঁটা বিদ্ধ হওয়া সহ যে কোন দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা-ভাবনা, অসুস্থ্যতা, অশান্তি একজন মুসলিমের জীবনে ছৌঁছলে, আল্লাহ্ এর বিনিময় তার পাপকে মিটিয়ে দিবেন।

[বুখারী ও মুসলিম]

(١١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ،

وَعِيَـادَةُ الْمَـرِيْضِ، وَاتِّبَـاعُ الْجَنَـائِزِ، وَإِجَابَـةُ الدَّعْـوَةِ، وَتَـشْمِيْتُ الْعَاطِسِ.)) [متفق عليه]

১১। আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের পাঁচটি হক্ব- অধিকার রয়েছে : ১- সালামের উত্তর দেয়া,

২- অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, ৩- জানাযার সালাতে অংশগ্রহন করা,

৪- দা'ওয়াত গ্রহন করা, ৫- হাঁচি দিয়ে আল হামদু লিল্লাহি বলা ব্যক্তির জাওয়াব- উত্তর দেয়া। [বুখারী ও মুসলিম]

(١٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِـيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ))، قِيْلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: ((مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ)) [متفق عليه]

১২। আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি জানাযায় উপস্থিত হয়ে সালাত আদায় করলো সে এক কীরাত নেকীর অধিকারী হলো, আর যে দাফন করা পর্যন্ত জানাযার সঙ্গে থাকলো সে দু' কীরাত নেকীর অধিকারী হলো। জিজ্ঞেস করা হলো : দু' কীরাত কি ? তিনি বললেন : দু'টি বিরাট পাহাড় সমপরিমাণ। [বুখারী ও মুসলিম]

(١٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَاماً قَـطُّ،

إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.)) [متفق عليه]

১৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) বলেছেন : নাবী (ﷺ) কখনই কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করেন নি। ভাল লাগলে খেতেন। খারাপ লাগলে ছেড়ে দিতেন।

[বুখারী ও মুসলিম]

(١٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: ((حُجِبَـتِ النَّـارُ بِالـشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَـتِ الْجَنَّـةُ بِالْمَكَارِهِ)) [متفق عليه]

১৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) বলেছেন : শাহাওয়াত তথা প্রবৃত্তি দ্বারা জাহান্নাম ঢাকা রয়েছে। আর মাকারিহ তথা কষ্ট দ্বারা জান্নাত ঢাকা রয়েছে। [বুখারী মুসলিম]

(١٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَـامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ .)) [متفق عليه]

১৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) বলেছেন : জুমু'আ দিবসে খুত্বা চলাকালীন তুমি তোমার সাথীকে যদি চুপ থাক বল, তাহলে তুমি অসার কাজে লিপ্ত হলে।

[বুখারী ও মুসলিম]

(١٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((لَوْ لَا أَنْ أَشُـقَّ عَلَى أُمَّـتِيْ لَأَمَـرْتُهُمْ بِالـسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)) [متفق عليه]

১৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : আমি আমার উম্মাতের উপর কষ্ট মনে না করলে, তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম। [বুখারী ও মুসলিম]

(١٧) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)) [متفق عليه]

১৭। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যারা অযূ করার সময় পায়ের গোড়ালী ভালভাবে ধৌত করে না, তাদের জন্য জাহান্নামের ওয়াইল নামক স্থান বরাদ্ধ রয়েছে। [বুখারী ও মুসলিম]

(١٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((أَمَا يَخْشَى الَّذِيْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ)) [متفق عليه]

১৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি সালাতে ইমামের আগে মাথা উঠায় সে ব্যক্তি কি ভয় পায় না যে আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিণত করে দিবে ? [বুখারী ও মুসলিম]

(١٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلاً فِيْ الْجَنَّةِ، كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ)) [متفق عليه]

১৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে অথবা সন্ধ্যায় মাসজিদে যাবে, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাতে মেহমান দারীর ব্যবস্থা করবেন। যতবার সকাল ও সন্ধ্যায় যাবে ততবারই।

[হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٢٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.)) [متفق عليه]

২০। আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি : ১- যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে, ২- যখন ওয়াদা দিবে ভঙ্গ করবে, ৩- যখন তার নিকট আমানত রাখা হবে তার খিয়ানত করবে।

[হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٢١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَـيْنِ مِـنَ الْإِزَارِ فِيْ النَّـارِ.)) [رواه البخاري]

২১। আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : লুঙ্গির যতটুক পায়ের টাখনুর নিচে থাকবে ততটুক জাহান্নামে থাকবে। [হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন]

(٢٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ : ((اَلْمَلَائِكَـةُ تُـصَلِّيْ عَلَى أَحَـدِكُمْ مَـا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُوْلُ : اَللّٰهُـمَّ اغْفِـرْ لَهُ، اَللّٰهُـمَّ ارْحَمْهُ.)) [رواه البخاري]

২২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের কেহ যতক্ষণ অযূ অবস্থায় নিজ সালাত আদায় স্থানে থাকে ততক্ষণ ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চায়। বলে : হে আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ তুমি তার প্রতি দয়া কর। [হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন]

(٢٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى،)) قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَنْ أَبَى؟ قَالَ: ((مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى.)) [رواه البخاري]

২৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) বলেছেন : অস্বীকারকারী ব্যতীত আমার উম্মাতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! অস্বীকারকারী কে ? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি আমার বিরুধিতা করবে সে অস্বীকারকারী। [হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন]

(٢٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيْهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا)) [رواه البخاري]

২৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) বলেছেন : কোন ব্যক্তি যখন তার অপর ভাইকে বলবে হে কাফির ! এর বিনিময়ে তার দিকে দু'টি বিধানের একটি বিধান প্রত্যাবর্তন

করবে। (অর্থাৎ যাকে কাফির বলেছে সে কাফির না হলে, যে কাফির বলেছে সে কাফির হবে)।[হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন]

(٢٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((للهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَـدِكُمْ مِـنْ أَحَـدِكُمْ بِضَالَّتِهِ، إِذَا وَجَدَهَا)) [رواه مسلم]

২৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ তার হারানো পশু পেয়ে যত খুশি হয়, আল্লাহ্ তার চেয়ে বেশি খুশি হন তোমাদের কারো তাওবা করাতে। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٢٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((لَا تَدْخُلُوْا الْجَنَّـةَ حَـتَّى تُـؤْمِنُوْا، وَلاَ تُـؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُـوْهُ تَحَـابَبْتُمْ؟ أَفْـشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ،)) [رواه مسلم]

২৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনবে। আর তোমরা ঈমান আনতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পরস্পরকে ভাল না বাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজ করার সন্ধান দিবো না, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসতে পারবে ? (আর তা হলো :) তোমরা তোমাদের মাঝে একে অপরের উপরে সালাম দেয়ার প্রথা প্রচার ও প্রসার কর। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٢٧) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ))

[رواه مسلم]

২৭। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমু'আ হতে অপর জুমু'আ ও এক রামাযান হতে অপর রামাযান এর মধ্যবর্তী পাপের কাফ্ফারা হবে, যদি কাবীরাহ গোনাহ হতে বেঁচে থাকা যায়।

[হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٢٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَواةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ)) [رواه مسلم]

২৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : রামাযান মাসের সিয়াম সাধনের পর আল্লাহর মাস মুহার্‌রামের সিয়াম সাধন অতি উত্তম সিয়াম , ফরজ সালাতের পর অতি উত্তম সালাত হলো রাতের সালাত (কিয়ামুল লাইলের সালাত- তাহাজ্‌জুদের সালাত)।

[হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٢٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ)) [رواه مسلم]

২৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়ার আগে তাওবা করবে, আল্লাহ তার তাওবা গ্রহণ করবেন।

[হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٣٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((جُزُّوْا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوْا اللِّحَى، خَالِفُوْا الْمَجُوْسَ)) [رواه مسلم]

৩০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) বলেছেন : তোমরা মোচ খাটো কর, দাড়ি বাড়াও, ও অগ্নিপুজকদের বিরুধিতা কর। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٣١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لأَنْ أَقُوْلَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)) [رواه مسلم]

৩১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) বলেছেন : আমি সুবহানাল্লাহে ওয়াল হামদুলিল্লাহে ,ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আল্লাহু আকবার বলি, ইহা আমার নিকট দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল জিনিসের চেয়ে অধিক উত্তম।

[হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٣٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)) [رواه مسلم]

৩২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করলো, সে আমাদের দলভূক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করলো সেও আমাদের দলভূক্ত নয়।

[হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٣٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ)) [رواه مسلم]

৩৩। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : মানুষ যখন মৃত্যু বরণ করে তখন তার তিনটি কাজের ছাওয়াব ব্যতীত সকল কাজের ছাওয়াব বন্ধ হয়ে যায়। ১- তার স্থায়ী দানের ছাওয়াব চালু থাকে। ২- নেক সন্তানের দু'আর ছাওয়াব চালু থাকে। ৩- তার রেখে যাওয়া উপকার অর্জনযোগ্য জ্ঞানের ছাওয়াব চালু থাকে। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٣٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)) [رواه مسلم]

৩৪। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : তোমরা তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু)র তালকীন দাও।

[হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٣٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) [رواه مسلم]

৩৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করলো, সে ব্যক্তি তার বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিলো।

[হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٣٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً))[رواه مسلم]

৩৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি (মানুষকে) সৎ পথে আহবান করবে, সে ব্যক্তি সৎ পথের অনুসরণকারীদের ছাওয়াবের সমান ছাওয়াবের অধিকারী হবে, ইহা তাদের ছাওয়াবের কোন কিছুকেই কমাবে না। আর যে ব্যক্তি মানুষকে পথভ্রষ্টতার দিকে আহবান করবে সে ব্যক্তি এর অনুসরণকারীদের পাপের সমান পাপের অধিকারী হবে, ইহা তাদের পাপের কোন কিছুকেই কমাবে না।

[হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٣٧) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيَ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ))

[رواه مسلم]

৩৭। আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: মহান ও বরকতময় আল্লাহ বলেছেন : আমি শির্ককারীদের শির্ক হতে মুক্ত, যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে যে কাজে আমার সাথে অন্য শরীক করবে,আমি তাকে ও তার শির্ক করাকে বর্জন করবো। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٣٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً))

[رواه مسلم]

৩৮। আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ এর বিনিময় তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করবেন।

[হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٣٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ)) [رواه مسلم]

৩৯। আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : প্রত্যেক মুসলিম অপর মুসলিমের উপর তার রক্ত, তার

মাল ও তার সম্মান, সম্মানিত। (অর্থাৎ তাকে খুন করা, তার মাল অন্যায়ভাবে খাওয়া ও তার সম্মানহানী করা হারাম।)
[হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٤٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَـا زَادَ اللهُ عَبْـداً بِعَفْوٍ إِلَّا عِزّاً، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ)) [رواه مسلم]

৪০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহর রাস্তায় দান করলে মাল কমে না। আর ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ কেবল বান্দার মর্যাদা বাড়ান। যে ব্যক্তিই আল্লাহর জন্য নম্রতা-বিনয়তা প্রকাশ করবে, সে ব্যক্তিরই আল্লাহ মর্যাদা বাড়াবেন। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٤١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((أَ تَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ))؟ قَالُوْا اللهُ وَرَسُـوْلُهُ أَعْلَـمُ، قَالَ : ((ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ)) قِيْلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَـا أَقُوْلُ؟ قَالَ : ((إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْـهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ)) [رواه مسلم]

৪১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : তোমরা কি জানো গীবত কি জিনিস ? তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক ভাল জানেন। তিনি বলেন : (তা হলো) তোমার ভাই যা অপছন্দ করে তার উল্লেখ্য করা। বলা হলো আপনার কি মত ? আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মাঝে থাকে ? তিনি বল্লেন : তুমি যা বলো তা

যদি তোমার ভাইয়ের মাঝে থাকে তবে তুমি তার গিবত করলে, আর তুমি যা বলো তা যদি তোমার ভাইয়ের মাঝে না থাকে, তবে তুমি তাকে অপবাদ দিলে। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٤٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ)) قَالُوْا : وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ ؟يَا رَسُوْلَ اللهِ ! قَالَ : ((اَلذَّاكِرُوْنَ اللهَ كَثِيْراً وَالذَّاكِرَاتُ)) [رواه مسلم]

৪২। আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : মুফার্‌রিদুনগণ অগ্রগামী হয়েগেছেন। তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুফার্‌রিদুনগণ কারা? তিনি বললেন : তারা হলেন আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী ও স্মরণকারীনী। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٤٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ)) [رواه مسلم]

৪৩। আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আকৃতির ও তোমাদের মালের দিকে দেখবেন না। কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তর ও কর্মের দিকে দেখবেন। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٤٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ)) [رواه مسلم]

৪৪। আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : তোমরা তোমাদের বাড়িকে কবরে পরিণত করিও না। কারণ শয়তান সে বাড়ী হতে পালায়ন করে যে বাড়িতে সূরা বাক্বারা পড়া হয়। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٤٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ))

[رواه مسلم]

৪৫। আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ঠ হতে নিরাপদ নয়।

[হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন]

(٤٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِن رَّبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوْا فِيْهِ الدُّعَاءَ)) [رواه مسلم]

৪৬। আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : সিজদারত অবস্থায় বান্দা তার রবের খুব নিকটবর্তী হয়। অতঃএব তোমরা তথায় বেশি বেশি দু'আ কর।

[হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٤٧) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ،)) [رواه مسلم]

৪৭। আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি ইলম - জ্ঞান অর্জনের জন্য রাস্তায় চলবে, আল্লাহ তার জন্য এর বিনিময়ে জান্নাতে যাওয়ার রাস্তাকে সহজ করে দিবেন। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٤٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ فِيْ جَلاَلِيْ، اَلْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّيْ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّيْ.)) [رواه مسلم]

৪৮। আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন, যারা আমার জন্যে একে অপরকে ভালবেসে ছিল, তারা কোথায় ? যে দিন আমার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে সে দিন আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় ছায়া দিবো। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٤٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ.)) [رواه مسلم]

৪৯। আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : সালাতের জন্য একামাত হয়ে গেলে, ঐ সময়ের ফরজ সালাত ব্যতীত অন্য কোন সালাত আদায় করা ঠিক নয়। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٥٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ)) [رواه مسلم]

৫০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেল খানা স্বরূপ, আর কাফিরের জন্য জান্নাত স্বরূপ। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٥١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)) [متفق عليه]

৫১। আয়েশা (রাযিআল্লাহ আনহা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনের অর্ন্তভূক্ত নয় এমন বিধান চালু করবে তা বর্জনীয় বলে বিবেচিত হবে।
[হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিত ভাবে বর্ণনা করেছেন]

(٥٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((أَحَبُّ ٱلأَعْمَالِ إِلَى اللهِ –تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ.)) [متفق عليه]

৫২। আয়েশা (রাযিআল্লাহ আনহা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : স্থায়ী আমল-কর্ম কম হলেও তা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। [হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিত ভাবে বর্ণনা করেছেন]

(٥٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ.)) [رواه البخاري]

৫৩। আয়েশা (রাযিআল্লাহ আনহা) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত মানবে সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি তাঁর নাফরমানী করার মানত মানবে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।

[হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন]

(٥٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((لاَ تَسُبُّوْا الأَمْوَاتِ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا.))

[رواه البخاري]

৫৪। আয়েশা (রাযিআল্লাহ আনহা) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : তোমরা মৃত্যুদেরকে গালি দিও না কারণ তারা যা অগ্রে প্রেরণ করেছে তার নিকট পৌঁছেগেছে।

[হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন]

(٥٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ .)) [رواه البخاري]

৫৫। আয়েশা (রাযিআল্লাহ আনহা) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : নাবী (ﷺ) যোহরের পুর্বের চার রাকা'আত সুন্নাত ও ফজরের পুর্বের দু' রাকা'আত সুন্নাত কখনই ছাড়তেন না। [হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন]

(٥٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ فِيْ طُهُوْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ.)) [رواه البخاري]

৫৬। আয়েশা (রাযিআল্লাহ আনহা) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : নাবী (ﷺ) সাধ্যানুযায় তাঁর প্রত্যেক কর্মকে ডান দিক থেকে করাকে ভালবাসতেন -তাঁর পবিত্রতা অর্জনে, শিতি করাতে ও জুতা পরাতে।

[হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন]

(٥٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللّٰهَ كُلَّ أَحْيَانِهِ.)) [رواه مسلم]

৫৭। আয়েশা (রাযিআল্লাহ আনহা) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : নাবী (ﷺ) সর্বদাই আল্লাহকে স্বরণ করতেন। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٥٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا))

৫৮। আয়েশা (রাযিআল্লাহ আনহা) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : ফজরের দু' রাকা'আত সালাত দুনিয়া ও দুনিয়া মাঝে যা কিছু রয়েছে তার চেয়ে উত্তম।

[হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٥٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ ، وَلاَ يَنْزِعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ)) [رواه مسلم]

৫৯। আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : যে কাজের মাঝেই নম্রতা থাকবে তা সুন্দর হবে। আর যে কাজে মাঝেই নম্রতা থাকবেনা তা খারাপ হবে। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٦٠) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .)) [متفق عليه]

৬০। আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হতে পারবেনা যতক্ষণ সে নিজের জন্য যা ভালবাসে তা অপর ভাইয়ের জন্য ভাল না বাসবে। [হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٦١) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ .)) [متفق عليه]

৬১। আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি কোন গাছ লাগয় অথবা ফসল আবাদ করে, আর তা থেকে কোন পাখি বা কোন মানুষ বা কোন পশু যদি খায়, তবে ইহা তার জন্য ছদকা হবে।

[হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٦٢) عنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ فِيْ رِزْقِهِ و يُنْسَأُ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.)) [متفق عليه]

৬২। আনাস নাবী () হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : যে ব্যক্তি ভালবাসে যে তার রুজি বৃদ্ধি করা হোক, ও তার বয়স বৃদ্ধি করা হোক, সে যেন তার আত্মীয়তা বজায় রাখে।
[হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٦٣) عنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : ((اَللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِيْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِيْ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.)) [متفق عليه]

৬৩। আনাস বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : নাবী () বলতেন : (আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ্ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতে হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা আযাবান নার।) অর্থ : হে আল্লাহ ! আমাদের রব্ব আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর, আখেরাতেও কল্যাণ দান কর, এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও।
[হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٦٤) عنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُوْلَى.))

৬৪। আনাস নাবী () হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : প্রকৃত ধৈর্য বিপদের শুরুতেই হয়ে থাকে। [হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٦٥) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ : فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَ يَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ. يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَعَمَلُهُ. فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.)) [متفق عليه]

৬৫। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : তিনটি জিনিস মৃত্যু ব্যক্তির সাথে সাথে (কবর পর্যন্ত) যায়, অতঃপর দু'টি জিনিস ফিরে আসে, আর একটি জিনিস তার সঙ্গে থাকে। তার সাথে তার পরিবার, তার মাল ও তার কর্ম যায়। তার পরিবার ও তার মাল ফিরে আসে আর তার সাথে তার আমল বাকী থাকে। [হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٦٦) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((يَسِّرُوْا وَ لاَ تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَ لاَ تُنَفِّرُوْا)) [متفق عليه]

৬৬। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছে : তিনি বলেন : তোমরা (মানুষের জন্য) সহজ কর, কঠিন করিও না, তোমরা (মানুষকে) সুসংবাদ দাও, মানুষকে ভাগিয়ে দিও-নিরুৎসাহিত করো না। [হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٦٧) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((سَوُّا صُفُوْفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ)) [متفق عليه]

৬৭। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : তোমরা তোমাদের (সালাতের) কাতার সোজা কর, কারণ কাতার সোজা করা সালাত প্রতিষ্ঠা করার অন্তর্ভূক্ত।

[হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٦٨) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا.)) [رواه مسلم]

৬৮। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : আল্লাহ পছন্দ করেন যে বান্দা খানা খাবে অতঃপর এর উপর তাঁর প্রশংসা করবে। অথবা পানীয় পান করবে এর উপর তাঁর প্রশংসা করবে। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٦٩) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ)) [متفق عليه]

৬৯। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : তোমাদের কেহই ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারেনা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের নিকট তাদের ছেলে-সন্তান, পিতামাতা, ও সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তম না হবো।

[হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٧٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ)) [متفق عليه]

৭০। ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : জিবরাঈল সর্বদাই আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে উপদেশ দিতেন। এমন কি আমি ধারণা করে নিলাম যে সে হয় বা তাকে উত্তরাধীকারী বানাবেন।

[হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٧١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَـالَ رَسُـوْلُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اِجْعَلُوْا آخِرَصَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً)) [متفق عليه]

৭১। ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : রাতে সব সালাতের শেষে তোমরা বিতর সালাত আদায় কর। [হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٧٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا زَالَ الرَّجُـلُ يَـسْأَلُ النَّـاسَ حَـتَّى يَـأْتِيَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِيْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ))[متفق عليه]

৭২। ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ব্যক্তি সর্বদাই মানুষের কাছে চেয়ে বেড়াবে এমন কি কিয়ামতের দিন যখন উপস্থিত হবে, তখন তার মুখে গোস্তের টুকরো থাকবে না। [হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٧٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اَلَّذِيْ تَفُوْتُهُ صَلاَةُ الْعَـصْرِ فَكَأَنَّمَـا وُتِـرَ أَهْلَـهُ وَمَالَهُ)) [متفق عليه]

৭৩। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তির আছরের সালাত ছুটে গেল যেন তার পরিবার ও মাল ধ্বংস হয়ে গেল।

[হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٧٤) عَنِ أبنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَ لاَ يَسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ، كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)) [متفق عليه]

৭৪। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন : এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, সে তার প্রতি জুলুম করবে না এবং সে তাকে বিনা সাহায্যে ছেড়ে দিবেনা, আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব পুরণ করবে, আল্লাহ সে ব্যক্তির অভাব পুরণ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির বিপদ দূর করবে, আল্লাহ সে ব্যক্তির কিয়ামতের দিনের বিপদ সমুহের একটি বিপদ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির দোষ গোপন করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন। [হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٧٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِيْ، فَقَالَ : ((كُنْ فِيْ الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ)) [رواه البخاري]

৭৫। ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার ঘাড়ে হাত রেখে বল্লেন : তুমি দুনিয়াতে বসবাস কর, যেন তুমি অপরিচিত অথবা তুমি যেন মুসাফির- পথ অতিক্রম কারী। [হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন]

(٧٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ.))

৭৬। ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : কিয়ামতের দিন জুলুম-অত্যাচার বহু জুলুম-বহু অত্যাচারে পরিণিত হবে।

[হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন]

(٧٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَ الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ.)) [رواه البخاري]

৭৭। ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : প্রকৃত মুসলিম সে যার মুখ ও হাত হতে অপর মুসলিমরা শান্তি ও নিরাপদে থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির সে ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করে।

[হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন]

(٧٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.))

[رواه مسلم]

৭৮। ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : প্রত্যেক নিশাকারী মদ, আর প্রত্যেক নিশাকারী হারাম । [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(৭৯) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيْهِ.)) [رواه مسلم]

৭৯। ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : সব চাইতে নেকীর কাজ হলো : ব্যক্তির তার পিতার বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।

[হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(৮০) عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((لا حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ)) [متفق عليه]

৮০। সালিম তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন : আর তার পিতা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন : দু বিষয়ে গিবতা করা (ঈর্ষা করা জায়েয) আছে : ১- এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, অতঃপর সে তাকে দিনে-রাতে সব সময় তিলাওয়াত করে। তারমত হতে চওয়া) ২- দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ মাল দান করেছেন, অতঃপর সে তা হতে দিনে-রাতে সব সময় খরচ করে। (তার মত হতে চাওয়া)। [হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٨١) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((لاَ تَأْكُلُوْا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ))

[رواه مسلم]

৮১। জাবির (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : বাম হাত দিয়ে খেয়োও না। কারণ শয়তান বাম হাত দিয়ে খায়। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٨٢)عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ)) [رواه مسلم]

৮২। জাবির (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে মারা যাবে সে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে মারা যাবে সে জাহান্নামে যাবে। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٨٣) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ))

[رواه مسلم]

৮৩। জাবির (রাঃ) রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : নিশ্চয় ব্যক্তির মাঝে ও শির্‌ক বা কুফ্‌রের মাঝে পার্থক্য হলো সালাত। অর্থাৎ সালাত আদায় করলে মুসলিম, আর সালাত আদায় না করলে মুশরিক বা কাফির।

[হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٨٤)ـنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ.)) [رواه مسلم]

৮৪। জাবির (রাযিআল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : প্রত্যেক বান্দাকে পুনুরুত্থান করা হবে উপর যার উপর তার সে মৃত্যু বরণ করেছে।

[হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٨٥) عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللهُ عَـنْهُنَّ، عَـنْ النَّـبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنْ أَتَى عَرَّافـاً فَـسَأَلَهُ عَـنْ شَيْءٍ لَـمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً.)) [رواه مسلم]

৮৫। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কতিপয় স্ত্রীগণ (রাযিআল্লাহ আনহুন্না) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : যে ব্যক্তি গায়েব জানার দাবীদারের নিকট এসে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার পর সে যা বলে তাকে সত্য বলে মেনে নিবে তার চল্লিশ দিনের সালাত কবূল হবে না। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٨٦) عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ : ((إِنَّ أَشَـدَّ النَّـاسِ عَـذَابًا عِنْـدَ اللهِ يَـوْمَ القِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ.))

[متفق عليه]

৮৬। ইবনু মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : নিশ্চয় আল্লাহর নিকট কিয়ামতের দিন সব চাইতে বেশী শাস্তির হক্বদার হবে ফটো তৈরীকারী ব্যক্তিরা।

[হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বণনা করেছেন]

(٨٧) عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.)) [رواه البخاري]

৮৭। ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : যে ব্যক্তি সূরা বাক্বারার শেষ আয়াতদ্বয় যে কোন রাতে পাঠ করবে সে ব্যক্তির সে রাতের হিফাযতের জন্য এ আয়াতদ্বয়ই যথেষ্ট হবে। [হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন]

(٨٨) عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ.)) [متفق عليه]

৮৮। ছাবিত বিন আয্-যাহ্হাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : মু'মিন ব্যক্তিকে লানত-অভিশাপ করা তাকে হত্যা করার ন্যায় বা তাকে হত্যা করার শামিল। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٨٩) عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئاً ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.)) [رواه مسلم]

৮৯। আবূ যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ভাল কাজের কোন কিছুকেই নগন্য ও ছোট মনে করবে না, যদিও তা তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে মিলিত হও। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٩٠)عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ لأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، إِلاَّ قَالَ الْمَلِكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ.)) [متفق عليه]

৯০। আবূ দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে কোন মুসলিম ব্যক্তি তার অপর অনুপস্থিতে মুসলিম ভাইয়ের জন্য দু'আ করবে, তার জন্যই ফিরিশতা বলবে যে তোমার জন্যও অনুরূপ হোক।

[হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٩١) عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيراً يُفَقِّهْهُ فِيْ الدِّيْنِ.)) [متفق عليه]

৯১। মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের জ্ঞান শিক্ষা দেন। [হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٩٢) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ.)) [متفق عليه]

৯২। আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যখন তোমরা আযান শুনবে তখন তোমরা মুয়ায্যিন যা বলে তা বলবে। (অর্থাৎ আযানের জাওয়াব দিবে।) [হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٩٣) عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.)) [متفق عليه]

৯৩ আবূ কাতাদাতা হতে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত, তিনি বলেন : নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেহ যখন মাসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে (তার মাসজিদে) বসার পূর্বে। [হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٩٤) عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ)) [رواه البخاري]

৯৪। আবূ মূসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার প্রভুর যিকির করে সে ব্যক্তি জিবীত ব্যক্তির ন্যায়। আর যে ব্যক্তি তার প্রভুর যিকির করে না সে ব্যক্তি মৃত্যু ব্যক্তির ন্যায়। [হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন]

(٩٥) عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ : اَلصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ .)) [رواه البخاري]

৯৫। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : দু'টি এমন নি'য়ামত যার ব্যপারে অধিকাংশ লোক প্রতারণায় পড়ে রয়েছে, (তার কদর করে না, তার মর্যাদা দেয়না।) নি'য়ামত দু'টি হলো : ১- সুস্থতা,২- অবসরতা। [হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন]

(٩٦) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.)) [رواه مسلم]

৯৬। উছমান বিন আফ্‌ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিখে ও অপরকে শিক্ষা দেয়। [হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন]

(٩٧) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوَضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتَ أَظْفَارِهِ.)) [رواه مسلم]

৯৭। উছমান বিন আফ্‌ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি সুন্দর ভাবে ভাল করে অযূ করবে সে ব্যক্তির শরীর হতে তার পাপ বের হয়ে যাবে, এমন কি তার নখসমুহের নিচ হতেও পাপ বের হয়ে যাবে।

[হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٩٨) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ.))

[رواه مسلم]

৯৮। উছমান বিন আফ্‌ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈশার সালাত জামা'আতের

সাথে পড়লো সে যেন অর্ধরাত পর্যন্ত কিয়াম করলো-রাতের সালাত আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামা'আতের সাথে পড়লো সে যেন সারারাত কিয়াম করলো।

[হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(٩٩) عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.)) [رواه مسلم]

৯৯। আবূ আইয়ুব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল () বলেছেন : যে ব্যক্তি রামাযানের সিয়াম সাধন পালন করে শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখবে সে ব্যক্তির এ রোযা রাখার ছাওয়াব সারা বছর রোযা রাখার ছাওয়াবের ন্যায় হবে। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

(١٠٠)عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :((مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ.))[رواه مسلم]

১০০। সাহল বিন হুনাইফ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নাবী () বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সত্যিই (আল্লাহর রাস্তায়) শহীদ হওয়ার প্রার্থনা করবে আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দিবেন তার মৃত্যু তার বিছানায় হলেও।

[হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]